সাহস * শক্তি * সক্রিয়তা

হিন্দু সংহতি

শ্রী শ্রী জগদ্ধাত্রী পূজায় ভক্তদের প্রতি আহ্বান

জগৎধাত্রী মা জননী সমস্ত শুভ বুদ্ধি ও কল্যাণশক্তির আধার। জগৎকে তিনি ধর্মের পথে চালিত করেন, তাই তো তিনি মা জগৎধাত্রী। সিংহবাহিনী দেবী দুর্গার আর এক রূপ।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষ করে হুগলী জেলার চন্দননগর ও আরো কয়েক জায়গায় খুবই আড়ম্বরের সাথে মা জগৎধাত্রী পূজার আয়োজন করা হয়। হুগলী ও নদীয়া দুই জেলার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে মা গঙ্গা। গত ১৪ই নভেম্বর স্টার আনন্দ ও অন্যান্য সংবাদ চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা দেখলাম নদীয়ার তেহট্টে নিরস্ত্র হিন্দু গ্রামবাসীদের অহিংস গণ অবস্থান বিক্ষোভের উপর পুলিশের নির্বিচারে গুলিবর্ষণ ও তাতে ১জন নিহত ও কয়েকজন আশঙ্কাজনকভাবে আহত হওয়ার চিত্র।

উপরে বর্ণিত ঘটনার গভীরে গেলে জানতে পারা যায় যে বেশ কয়েক বছর ধরে নদীয়ার তেহট্ট বাজারের পার্শ্ববর্তী স্থানে স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির পরিচালনায় জগৎধাত্রী পূজা হয়ে আসছে। দুবছর আগে তৃণমূল সাংসদ তাপস পাল এই পূজার উদ্বোধনও করে গিয়েছেন। হঠাৎ এ বছর প্রশাসন পূজার অনুমতি দেয়নি। কমিটি প্যান্ডেল তৈরী শুরু করলে পুলিশ এসে বাঁশ খুলে ফেলে দেয়। এর কারণ হল স্থানীয় নেতা জুলফিকার হাসানের নেতৃত্বে মুসলমানরা এই জায়গায় পূজা নিয়ে প্রশাসনের কাছে আপত্তি জানায়। কারণ পূজাস্থলের সন্নিকটে সরকারী খাসজমি দখল করে মুসলমানরা একটি ঈদ্‌গাহ তৈরী করেছে ও সেখানে ঈদের নামাজ পড়া হয়। বর্তমান সরকার মুসলমানদের এই অন্যায় দাবির কাছে মাথা নত করে এবং পুলিশ ঐ স্থানে পূজা করতে দেবে না বলে জানায়। প্রশাসনের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপামর গ্রামবাসী, ব্যবসায়ী সমিতি এবং পূজা কমিটি তেহট্ট বাজার বন্‌ধ ডেকে শান্তিপূর্ণ অবস্থান করলে তাতেই পুলিশ গুলি চালায় যাতে হতাহতের সংখ্যা একাধিক। তেহট্টের ঘটনা আপামর হিন্দুদের সামনে অনেকগুলো প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। একটি পূজা কমিটির জমায়েতে হঠাৎ পুলিশ গুলি চালালো কেন? কে গুলি চালানোর নির্দেশ দিল? কিছু দিন আগে হজরত মহম্মদকে নিয়ে আমেরিকায় একটি সিনেমা করেছে। সেই সিনেমা ভারতের কোন সিনেমা হলে চালানো হয়নি বা তার সঙ্গে ভারতের কোন যোগ নেই। অথচ তার প্রতিবাদে কলকাতায় ব্যস্ত রাস্তায় ও জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে অবরোধ ও বিক্ষোভ দেখিয়েছে সর্বত্র যা শান্তিপূর্ণ ছিল না। অথচ প্রশাসনের বিনা অনুমতিতে এই বিক্ষোভ মিছিল হলেও পুলিশ লাঠি পর্যন্ত চালাতে সাহস পায়নি, বলা ভালো লাঠি চালানোর নির্দেশ পায়নি।

তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে কলকাতার পার্ক সার্কাসে মুসলমানরা সারাদিন তান্ডব চালালো, গাড়ি ভাঙচুর করলো, নিরীহ পথচারীকে মারধোর করলো, অথচ পুলিশ রইল নীরব দর্শকের ভূমিকায়। কিন্তু তেহট্টের গণবিক্ষোভে পুলিশ গুলি চালাতে কুণ্ঠাবোধ করলো না। হিন্দুস্থানে যত অত্যাচার শুধু হিন্দুদের জন্যই রাখা আছে? নিজভূমে তাদের ধর্মীয় অধিকার আজ সঙ্কুচিত। এটা বড় দুশ্চিন্তার কথা।

গঙ্গার অপর পারে চন্দননগরে মা জগৎধাত্রীর দর্শনে আসা অগণিত হিন্দু ভাই-বোন ও পূজা কমিটির সদস্যদের কাছে আমরা জানতে চাই আগামী দিনে আপনার পূজার উপর যখন অন্য ধর্মীয়দের আপত্তিতে প্রশাসন পূজা বন্ধের নোটিশ ধরাবে, তখন আপনি মুখ বুজে সহ্য করবেন, না এর বিরুদ্ধে কিছু করা উচিৎ বলে মনে করবেন? মনে রাখবেন তেহট্টের ঘটনা একটা মহড়া মাত্র। যদি তেহট্টে জগৎধাত্রী পূজা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে আগামী দিনে সংখ্যালঘুদের আপত্তিতে অনেক দুর্গা, কালী বা জগৎধাত্রী পূজা বন্ধ হয়ে যাবে। এর বিরুদ্ধে আপামর হিন্দু গর্জে উঠুক, ধর্মের এই অপমান তারা যেন সহ্য না করে। না হলে সেদিন বেশী দূরে নেই যখন ১৯৪৭-এর দেশভাগের পুনরাবৃত্তি হবে।

ভারতমাতা কি জয়, জয় শ্রীরাম

হিন্দু সংহতির পক্ষে তপন কুমার ঘোষ, সভাপতি, ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও প্রচারিত। ফোন ঃ ৯৬৭৪৬২৩৪৬৩

E-mail : hindusamhati@gmail.com, website : www.hindusamhati.org